Bengali Honours : Sem-IV, 2020
Course : CC-9. Module-1(one)

ছন্দ

মান: ১০

□ অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য:

মধুসূদন স্বয়ং এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছেন, "Our language, as regards the doctrine of accent and quantity, is an 'apostate'---. The fact is, my dear fellow, that the Prevalence of Blank verse in this country, is simply a question of time----. This is the noblest measure in the language."

বৈশিষ্ট্য: (ক) পয়ার ছন্দে ছন্দযতি ও অর্থযতি একই স্থানে নির্দিষ্ট থেকে পড়ে, এমনকি প্রত্যেক পঙক্তিতে ছন্দযতি অনুযায়ী তার যতি ও নির্দিষ্ট হয়ে যায়, অন্যদিকে অমিত্রাক্ষর ছন্দে ছন্দযতির স্থান ছন্দঃস্পন্দন সঠিক রেখে অর্থযতি বা ছেদকে পূর্ণ অর্থ ও ভাবানুযায়ী পঙক্তির পর পঙক্তিতে প্রবাহিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে, ওই কারণে যথেচ্ছ প্রবহমানতার জন্য মধ্যবর্তী পয়ারের নির্দিষ্ট বন্ধন ভিত্তি মিত্রাক্ষর এর মিত্রতা এই ছন্দে মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

(খ) ছন্দের স্পন্দনের সঙ্গে প্রবহমানতার বন্ধন যুক্ত হয়ে অমিত্রাক্ষর ছন্দোবন্ধ কাব্যে গতিবেগ সঞ্চার করে।

(গ) এই ছন্দে ভাব প্রকাশ অনেক বেশি বাধাবন্ধহীন হয়, তাই রবীন্দ্রনাথ এই রীতির ছন্দকে বলেছেন — পঙক্তি লঙ্ঘন বা লাইন ডিঙানো চাল।

(ঘ) মধুসূদন এই ছন্দের প্রবহমানতাকে গুরুত্ব দিয়ে ছন্দঃস্পন্দকে মর্যাদা দান করেছেন। মধুসূদন বলেছেন, "If well recited, it sounds as much like prose as English Blank verse sound like English prose, retaining at the same time, a sweet musical impression."

(ঙ) অমিত্রাক্ষরের মাধ্যমে পদ্য হয়েছে গদ্যের মতো গতিশীল এবং গুরুপদী কিম্বা লঘু বিষয়ও ভাব পেয়েছে সমগ্র সুর এবং অবাধ ছন্দ-মাধুর্য,

(চ) অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল Verse Stanza. মোহিতলাল যাকে বলেছেন, "'পদ্যপঙ্‌ক্তিগুচ্ছ', মোহিতলাল-এর মতে, "এই verse Paragraph এর জন্যই মধুসূদনের ছন্দ মিল্টনের ছন্দের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে। এবং ইহারই গুণে ওই এক-ছন্দে একখানি বৃহৎ বিচিত্র সংগীত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের আবর্তন রচনা করিতে পারিয়াছে, নতুবা কেবল চরণের মধ্যে যতি-স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাধীনতার গুণেই ওই এক ছন্দে মহাকাব্য রচনা করা যাইত না।"

(ছ) স্তবক-এর নির্দিষ্টতা নেই এ ছন্দে। তবে সনেট বা চতুর্দশপদীতে আছে,

(জ) ছন্দস্পন্দন ও ধ্বনি-ঝংকার সৃষ্টির উপযোগী শব্দ-নির্মিতি ও প্রয়োগ,

(ঝ) পঙক্তিতে জোড় বিজোড় মাত্রা-র পর ভাবানুযায়ী ছেদ পড়ে।

(ঝ) মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির মাত্রাগণনা এই ছন্দে অনুসৃত হয়।

(ঞ) রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দ সম্পর্কে বলেছেন, "---- এর ভঙ্গি বেশী পদ্যের মতো কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে।" তিনি আরও বলেছেন, "এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকাতেই প্রয়োজন হলে সে (অমিত্রাক্ষর) পদ্য হলেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুসরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো; যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে-ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।"

(ট) কোনো কোনো সমালোচক মধুসূদনের এই নতুন ছন্দোবন্ধের সৃষ্টির মূলে সরাসরি Milton এর Blank verse এর প্রভাবের কথা বলে থাকেন। কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রকৃত অর্থে Blank verse এর অনুকরণ জাত নয়, কারণ Blank verse এর Iambic Pentametre বা five-stereo line এর ভিত্তে অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচিত হয়নি। মূলত প্রচলিত পয়ারের আট-ছয় দুই পদের ছন্দের চাল বজায় রেখে এর অভিনব রূপান্তর ঘটিয়েছেন।

(ঠ) বুদ্ধদেব বসুও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রশংসা করে জানিয়েছেন, "বাংলাছন্দে প্রবহমানতার জনক বলেই মাইকেল উত্তরপুরুষের প্রাতঃস্মরণীয়।"

(ড) অমিত্রাক্ষর ছন্দ মহাকাব্যের ভাব, অলঙ্কার ও শব্দসৌন্দর্যের উপযোগী।

• <u>পয়ার ও অমিত্রাক্ষরের পার্থক্য</u>

পয়ার ছন্দে ~~(৮+৬)~~ ৮ ও ৬ মাত্রার পঙক্তিতে আট মাত্রার পর অর্ধযতি এবং ছয় মাত্রার পর পূর্ণযতি ~~ও~~ অর্থাৎ ছেদ পড়ে। ছেদ ও যতির এই সহাবস্থান ছিল ভাবের প্রবহমানতার পরিপন্থী। তাই মধুসূদন ছেদ ও যতির সহাবস্থান ঘুচিয়ে ৮ ও ৬ মাত্রার কাঠামো বজায় রেখে ভাবের স্বচ্ছন্দ গতির দ্বারা অভিনব ছন্দোবন্ধ নির্মাণ করলেন, যেমন:

পয়ার:
মহাভারতের কথা। অমৃত সমান। ৮।৬
কাশীরাম দাস কহে। শুনে পুণ্যবান॥ ৮।৬

অমিত্রাক্ষর:
ছিল আশা, মেঘনাদ, / মুদিব অন্তিমে ৮।৬
এ নয়নদ্বয় আমি / তোমার সম্মুখে; ৮।৬
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, / তোমায়, করিব ৮।৬
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি / বুঝিব কেমনে ৮।৬
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা / সে সুখ আমারে। ৮।৬

পয়ারের ভঙ্গি যেমন পদ্যের চালে তেমনি অমিত্রাক্ষরের ভঙ্গিও পদ্যের কারণ ভাবে আসাতে যতিতে এর মধ্যে গদ্যের চাল আছে। স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা এবং ছেদ ও যতির মিলিত স্পন্দন-ই পয়ার ছন্দ থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দকে পৃথক করে দিয়েছে- যা মধুসূদনের ভাবপ্রবাহজনিত ফলে। মধুসূদন পয়ারের বেড়ি থেকে তাকে মুক্ত করে দিয়েছেন, বাংলা ছন্দকে দিয়েছেন অভিনবত্ব।

মুক্তক ছন্দ / মুক্তবন্ধ / 'বলাকা'-র ছন্দ 14(5)

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা' কাব্যে মিশ্রকলাবৃত্ত রীতি-নির্ভর সমিল অসম-দৈর্ঘ্যের বেগবান প্রবহমান যে অভিনব ছন্দের প্রবর্তন করলেন, প্রবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দকে 'মুক্তক ছন্দ' নাম দিয়েছেন। ফরাসী Verse libre ও ইংরেজি Free verse এর সমধর্মী মনে করে প্রবোধচন্দ্র এই নামকরণ করেন, রবীন্দ্রনাথ এই নাম মেনে নেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন মুক্তক এবং অমিত্রাক্ষরের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন, "সমায়তন প্রবহমান ছন্দে পংক্তির শেষে অনেক সময় কোনো যতিই থাকে না; কিন্তু মুক্তকের পংক্তিপ্রান্তে কোনো না কোনো রকম যতি থাকা চাই। যে পঙ্‌ক্তির শেষে কোনো যতিই থাকে না, সে রকম পংক্তি রচনার কোনো সার্থকতা থাকতে পারে না। কিন্তু সাধারণ অপ্রবহমান পয়ারের মতো মুক্তকের প্রতি পঙ্‌ক্তির শেষে পূর্ণযতি থাকে না। সুতরাং মুক্তক ছন্দও প্রবহমান, একথা মনে রাখা চাই, বস্তুত প্রবহমান ছন্দকে অধিকতর মুক্তি দেবার ফলেই ও ছন্দ উৎপন্ন হয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথ এই ছন্দকে 'যথার্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দ' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে, "ইহাতে ছন্দের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ছন্দের মিষ্টতা উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। কি মিত্রাক্ষরে কি অমিত্রাক্ষরে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত ছন্দ না থাকিয়া হৃদয়ের ছন্দ প্রচলিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত বাসনা ও ইহাই আমরা চেষ্টা করিয়া আসিতেছি।" (ভারতী / মাঘ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ)

'বলাকা' কাব্য যেহেতু গতিরাগের কাব্য তাই ভাব ও ভাষার যুক্তবেনী রচনা করতে রবীন্দ্রনাথ বলাকার উড়ে চলার মতো ছন্দেও আনলেন প্রবহমানতা ও গতিময়তা। যেমন,

হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা	১০
যেন শূন্য দিগন্তের / ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা	৮/১০
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,	১০
শুধু থাক	৪
এক বিন্দু নয়নের জল	১০
কালের কপোলতলে / শুভ্র সমুজ্জ্বল	৮/৬
এ তাজমহল।	৬

বৈশিষ্ট্য:

(এক) অমিত্রাক্ষর ও গৈরিশছন্দের ত্রুটি ও অসঙ্গতি মুক্তকছন্দে সম্পূর্ণ দূর হয়েছে, মাত্রাগণনা প্রণালী, পর্ব-সম্মিতি, পংক্তি-বৈচিত্র্য, স্তবক বন্ধ, অন্ত্যমিল, প্রবহমানতা, চিত্রধর্মী, শব্দচ্ছটা ইত্যাদি সমাহারে মুক্তক ছন্দের উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠেছে।

(দুই) ছন্দযতি ও অর্থযতির সহাবস্থান গুছিয়ে ভাবকে যথেচ্ছ-বিহারী করেছে মুক্তক ছন্দ - যার প্রধান ধর্ম উন্মুক্ত বহমানতা।

(তিন) মাত্রাগণনারীতি প্রধানত মিশ্রকলাবৃত্তের। তবে কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির মুক্তকও রয়েছে।

(চার) পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য অসম। ২ থেকে ২২ মাত্রা পর্যন্ত জোড় মাত্রার এক পর্বিক বা দ্বিপর্বিক পঙ্‌ক্তির যথেচ্ছ অবস্থান।

(পাঁচ) অসম পঙ্‌ক্তির সমাবেশ সত্ত্বেও অন্ত্যমিলের ধ্বনিচ্ছটা অসাধারণ, মিল-বৈচিত্র্যও যথেষ্ট।

(ছয়) চলিত শব্দ ও ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে এই ছন্দে সহজভাবে।

(সাত) মুক্তকের স্তবক-বন্ধের অভিনবত্ব প্রশংসনীয়।

(আট) 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে মিশ্রকলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত রীতির মুক্তক ছন্দ আছে। অবশ্য কয়েকটি কবিতা মুক্তক নয়।

মিশ্রকলাবৃত্ত রীতির মুক্তক:

হায় ওরে মানবহৃদয় ১০
বার বার। কারো পানে ফিরে চাহিবার ৪|১০
নাই যে সময়, নাই নাই ১০
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই ১৪
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ৮
এক হাটে লও বোঝা। শূন্য করে দাও অন্য হাটে ৮|১০

দলবৃত্ত রীতির মুক্তক:

তোমার সেদিন | আসবে আবার | আগের মতন | ফাগুন দিনের | কাল
দখিন হাওয়ায় | উড়িয়ে রঙিন | পাল ৪|৪|১